সরকারি কলেজ না দরকারি কলেজ

বিমল সরকার

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাঁচটি ডিগ্রি কলেজসহ ৯টি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিগ্রি স্তরের কলেজ, ইন্টারমিডিয়েট স্তরের কলেজ এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ডিগ্রি কিংবা মাধ্যমিক স্তর ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানকারী উল্লিখিত ৯টির মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান একটিই; সরকারি শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (আসাদ) স্মরণে ১৯৭০ সালে জন্মস্থান নিজ উপজেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয় শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে যেখানে পাসের হার ৬৪.৬২, সেখানে ৯টির মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানই পাসের হারের দিক দিয়ে বোর্ডের ধারেকাছে নেই। আশ্চর্যের বিষয়, ৬টি প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শতকরা ৫০ বা তার নিচে। আরও আশ্চর্যজনক তথ্য, ৯টির সব কটির মধ্যে একদম নিচের স্কোরে রয়েছে সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ। কলেজটি থেকে ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার মোট ১০০৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ২০৩ জন (পাসের হার ২০.২৩%)। পাবলিক পরীক্ষায় সচরাচর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে থাকে। কিন্তু শহীদ আসাদ কলেজে বিজ্ঞান শাখারও একেবারে ভরাডুবি। এবারের ফলে ব্যবসায় শিক্ষা ১৬.৩৭% ও মানবিক শাখায় ১৭.৪৩%, বিজ্ঞান শাখায় পাসের হার ২৩.৩১%। ১২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞান শাখায় পাস করেছে মাত্র ৫২ জন।

> তিন বছরে অংশ নেওয়া শহীদ আসাদ কলেজের মোট ২৯৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার মোট ৬ জন জিপিএ ৫ পেলেও বিজ্ঞান শাখার ৪৪২ পরীক্ষার্থীর

এইচএসসি পরীক্ষায় সরকারি শহীদ

> মধ্যে তিন বছরে কারও ভাগ্যেই জিপিএ ৫ জোটেনি। কেবল শহীদ আসাদ কলেজ কিংবা নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা নয়; স্থানে স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার আরও ভয়াবহ চিত্র দেখা যায়।

শহীদ আসাদ কলেজ।
শহীদ আসাদরা ছিলেন আট ভাইবোন, বেঁচে আছেন দুই ভাই, দুই বোন। প্রতিবছর ২০ জানুয়ারি এলে গর্ব অনুভবের পাশাপাশি ভারাক্রান্ত হয় তাদের হৃদয়। এভাবেই দিনটিতে তারা কেউ না কেউ বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ স্থানীয়ভাবে আয়োজিত শহীদ আসাদ কলেজের কর্মসূচি কিংবা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি থাকেন। এবার ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ কলেজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহীদ আসাদের অনুজ এইচএম মনিরুজ্জামান। অধ্যক্ষ এইচএম মনিরুজ্জামান ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আমার সরাসরি শিক্ষক। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ঢাকাতেই বসবাস করছেন। এবার আসল কথায় আসা যাক। ২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উপজেলার ৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ করেছে সরকারি আসাদ কলেজ, বিজ্ঞান শাখা ও শিবপুর উপজেলার ফল বিপর্যয়ের চিত্র এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। কেবল ২০২৫ নয়, ২০২৪ ও ২০২৩ সালেও এখানকার ৯টির মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান বোর্ড পাসের শতকরা হারের ধারেকাছে ছিল না। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি বাস্তব। আজকাল সব প্রতিষ্ঠান কিংবা বলতে গেলে সবখানে জিপিএ ৫-এর ছড়াছড়ি, তাই না? জিপিএ ৫ নিয়ে দেশব্যাপী কত আলোচনা-সমালোচনা কিংবা মাতামাতি। তাহলে আরেকটু বলি, তিক্ত মনে হলেও এটি রূঢ় বাস্তবতা।
গত তিন বছরে সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ থেকে যথাক্রমে ১০০৩, ৯৮৭ ও ৯৮৭ জন অর্থাৎ মোট ২৯৭৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থী ৪৪২ জন, বাকি ২৫৩৫ জন ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার। উল্লিখিত তিন বছরে অংশ নেওয়া শহীদ আসাদ কলেজের মোট ২৯৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার মোট ৬ জন জিপিএ ৫ পেলেও বিজ্ঞান শাখার ৪৪২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিন বছরে কারও ভাগ্যেই জিপিএ ৫ জোটেনি। কেবল শহীদ আসাদ কলেজ কিংবা নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা নয়; বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার আরও ভয়াবহ চিত্র দৃশ্যমান হতে দেখা যায়।

■ **বিমল সরকার: অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক**